بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২- ০১/০২ | বুধবার, ২৭ মুহাররম, ১৪৪২ হিজরী | ১৫/০৯/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিশ্বাসঘাতক হাসিনা এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মুশরিক শত্রুরাষ্ট্র ভারতের কাছে আমাদের সার্বভৌমত্ব বিক্রি করে দিচ্ছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও অন্যান্য সহায়তার বিষয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব মার্ক এসপার এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যকার ফোনালাপের ভিত্তিতে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ ১১/ ০৯/ ২০২০ তারিখে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। উভয় নেতৃবৃন্দ একটি অংশীদারিত্বমূলক লক্ষ্যকে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে গভীর দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে, যার মধ্যে একটি সুরক্ষিত 'ইন্দো- প্রশান্ত মহাসাগরীয়' অঞ্চল গড়ে তোলার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং, আঞ্চলিক সুরক্ষা সম্পর্কিত তথাকথিত এই অংশীদারিত্বের প্রতিশ্রুতির বিষয়টি কিছুদিন পূর্বে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রামানিয়াম জয়শঙ্করের বক্তৃতায়ও প্রকাশ পায়। গত ০৭/ ০৯/ ২০২০ তারিখে একটি অনলাইন আলোচনায় যখন ভারতীয় মন্ত্রীকে এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান চীনা প্রভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন সে বলে যে, ভারতের 'পূর্বমুখী' নীতিতে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ("ভারত তার পূর্বমুখী নীতিতে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, নিউ এইজ, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০)। সুতরাং, এটা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, বাংলাদেশের উপর চীনের নিয়ন্ত্রণ পোক্ত হচ্ছে গণমাধ্যমেসমূহে এই খবর ব্যাপক প্রচারের আড়ালে বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকার দেশের সার্বভৌমত্বকে মুশরিক শত্রুরাষ্ট্র ভারতের হাতে সমর্পণ করছে, যার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীরা এই অঞ্চলে তাদের প্রকল্পসমূহ, অর্থাৎ চীনকে নিয়ন্ত্রণ এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে খিলাফতের উত্থানকে প্রতিহত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

হে মুসলিমগণ, বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে, কারণ একটি শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে কাফির- মুশরিক শত্রুদের উপর কর্তৃত্ব করার কোন স্বপ্ন তাদের নেই, বরং তাদের রাজনৈতিক দর্শন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দ্বীন বিবর্জিত ও পশ্চিমাদের কুফর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে আবর্তিত। তাদের নতজানু পররাষ্ট্রনীতিতে কেবল সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন ও তার দক্ষিন এশীয় মিত্র ভারতের পক্ষে দালালির মাধ্যমে নিজেদের সিংহাসন সুরক্ষিত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। "ভারতের সাথে বাংলাদেশের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে" কিংবা "স্বামী- স্ত্রীর সম্পর্ক"- ইত্যাদির মত অবমাননাকর ও প্রতারণামূলক বক্তব্যের আড়ালে তারা কেবল তাদের দাসত্বনীতি গোপন করছে; যা তাদের ঘৃণ্য ও দূরদৃষ্টিহীন নেতৃত্বের স্বরূপকে প্রকাশ করে। **হে মুসলিমগণ**, এই বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠীকে প্রত্যাখ্যান করার সময় এসেছে, যারা দীর্ঘকাল ধরে আমাদেরকে লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত করে রেখেছে। কেবলমাত্র ইসলামই আমাদেরকে বিজয়ী করতে পারে এবং হৃত গৌরব ফিরিয়ে দিতে পারে, যার প্রকৃত হকদার এই মুসলিম উম্মাহ্। আসন্ন খিলাফতে রাশিদাহ্ একটি পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নিজস্ব পরিকল্পনা স্থির করবে। খিলাফত রাষ্ট্র কখনোই কোনো কাফির- মুশরিক রাষ্ট্রকে তাদের আধিপত্য বিস্তারের নিমিত্তে পরিচালিত যুদ্ধে মুসলিমদের ভূমি এবং সম্পদকে ব্যবহৃত হতে দেবে না। খিলাফতের পররাষ্ট্রনীতি শারী'আহ্'র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং মানবজাতিকে অত্যাচারী- যালিমদের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

*يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ *

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরাতো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে" [সূরা মুমতাহিনা: ১]

হিযবুত তাহ্‌রীর- এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ